মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

সংক্ষিপ্ত তথ্য

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থার সংক্ষিপ্ত তথ্য

পটভূমি :

- স্বাধীনতার পর বন, মৎস্য ও পশুপালন নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে যাত্রা শুরু হয়
- ১৯৭৮ সালে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়
- ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগে পরিণত
- ১৯৮৬ সালে পুনরায় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে পুণর্গঠিত হয়
- ১৯৮৯ সালে মন্ত্রণালয়ের নাম সংশোধন করে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়
- ২০০৯ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়

রূপকল্প (Vision): সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ
অভিলক্ষ্য (Mission): মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা
- মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন
- পুষ্টির মান উন্নয়ন

প্রধান কার্যাবলী:

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন, আহরণ ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলির আধুনিকায়ন
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ ও চিড়িয়াখানা সম্পর্কিত বিষয়াদি
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
- মূল্য সংযোজিত মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি
- অপ্রচলিত মৎস্য (শামুক, ঝিনুক, কুচিয়া) ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন
- নারীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো :

- প্রশাসন অনুবিভাগ
- মৎস্য অনুবিভাগ
- প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ
- পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
- ব্লু-ইকোনোমি অনুবিভাগ (প্রস্তাবিত)
- সমন্বয় ও আইসিটি অনুবিভাগ (প্রস্তাবিত)

চলমান প্রকল্প:

দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৯
মৎস্য অধিদপ্তর	১৩
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	০৩
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	০৭
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	০৫
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	০১
মোট	**৪৯**

মৎস্য অধিদপ্তর:

- মৎস্য অধিদপ্তর ১৯১৭ সাল হতে যাত্রা শুরু করে;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করছে;
- জিডিপিতে অবদান ৩.৫০% এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২৫.৭২%;
- ২০১৮ সাল হতে বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৪৪.৮৮ (প্রাক্কলিত) লক্ষ মেট্রিক টন;
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ২০২০ প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৩য়, স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে ৫ম, তেলাপিয়া উৎপাদানে ৪র্থ এবং বিগত ১০ বছরে স্বাদু পানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে ২য়;
- মৎস্য খাতে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা উপার্জনে জড়িত;
- বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে;
- বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.১৫ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে;
- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ-এর ভৌগলিক (জিআই সনদ) নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন;

- হালদা নদী রক্ষায় টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে "হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- হালদা নদী বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের এক অনন্য প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক উৎস (হালদা নদী) হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫৭৭১.৪০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে ৩৯৮.২২ কেজি রেনু উৎপাদিত হয়েছে;
- সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' অনুমোদন করা হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে;
- মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' এর মাধ্যমে ২৫টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে মোট ৪৫৭ প্রজাতির মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় প্রাণি শনাক্ত করা হয়েছে;
- হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুমদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকার ৩,১৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে;
- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ৪টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিতে মান নিয়ন্ত্রন ল্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭০,৯৪৫.৩৯ মে:টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৯৮৫.১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে;
- বর্তমানে এ সেক্টরে প্রায় ১৪ লক্ষাধিক নারী প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে; এবং
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের বিশেষ কর্মসূচি "আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দুটি গ্রামকে "ফিশার ভিলেজ"/ "মৎস্য গ্রাম" হিসেবে গড়ে তুলে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর:

- প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ করা;
- জিডিপিতে অবদান ১.৪৩% এবং কৃষিজ জিডিপি'র ১৩.৪৩%;
- ২০১৮ সাল হতে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন ১০৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন ১৭৩৬.৪৩ কোটি;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন ৭৬.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন;
- বিগত ৪ বছর যাবৎ পবিত্র ঈদুল আযহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে
- আন্ত:সীমান্ত রোগ নিয়ন্ত্রণে ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে;
- ৩৯৯৮ টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়নকরণ;

- দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য ৩টি ভেটেরিনারি কলেজ ও ৫টি ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে;
- ৪০টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মানের 'মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার' এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে প্রথমবারের মতো 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিট্যান্স গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠা করেছে;
- বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৭টি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় আনয়নের মাধ্যমে গবাদিপশুতে যুগান্তকারী কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি প্রর্বতন ও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দেশী গরুর উন্নয়ন ঘটেছে;
- গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭২টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা হয়েছে;

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন:

- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) ১৯৬৪ সালে ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে এ্যাক্ট নং-২২ দ্বারা "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" যাত্রা শুরু করে;
- গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ;
- বিএফডিসি ১৯৬৪ সাল থেকে ৬৮,৮০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য আহরণ ব্যবস্থাপনায় (পোনা অবমুক্তি, অবতরণ) কাজ করছে;
- বিএফডিসি বর্তমানে সারাদেশে বিদ্যমান ১০টি অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪,৪৭৭ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়;
- ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধার্থে "কাটা মাছ বা ড্রেসড ফিশ" বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে আধুনিক মৎস্য বিপণন সুবাধাদি কেন্দ্রের অধীন দেশের প্রথম বিশেষায়িত মৎস্য মার্কেট স্থাপন করা হয়েছে;
- ছোট ও মাঝারী আকারের জাহাজ, বার্জ, ট্রলার ইত্যাদি মেরামত ও ডকিং এর সুবিধার্থে মাল্টি-চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে;
- কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার হাওড় অঞ্চলে ৩টি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ৪টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট:

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টটিউট (বিএফআরআই) ১৯৮৪ সালে স্থাপিত হয়;
- ইনস্টিটিউট এ যাবত ৬৪ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে;
- স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪টি প্রজাতি বর্তমানে বিপন্ন। ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ২৪ প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। টেংরা, মেনি, গুজি আইড়, চিতল, ফলি, কুচিয়া, গুতুম, খলিশা, বালাচাটা, বৈরালী, গজার ও পুঁটি ইত্যাদি অন্যতম সম্প্রতি ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে দেশী মাছ সংরক্ষণে দেশে প্রথমবারেরমত লাইভ জীন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের উন্নত জাত, তেলাপিয়া মাছের ১২ তম প্রজন্ম এবং কৈ মাছের ৪র্থ প্রজন্ম উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে এসকল মাছের উৎপাদনশীলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএফআরআই সি-উইড, সি-বাস চাষে সফলতা অর্জন করেছে;
- বিএফআরআই মুক্তা চাষ এবং কৈ মাছের ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে;
- অপ্রচলিত মৎস্য হিসেবে কুচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে;
- স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শুটকি তৈরীর লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে সময় সাশ্রয়ী ও দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী "বিএফআরআই মেকানিক্যাল ফিশ ড্রায়ার" উদ্ভাবন করা হয়েছে। ড্রায়ারটিতে সৌর ও বিদ্যুৎ শক্তি উভয়ই ব্যবহার করা যায়। নিরাপদ শুটকি তৈরিতে অনেক উদ্যোক্তা বর্তমানে এই ড্রয়ার ব্যবহার করছে;
- বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছের জীনপুল সংরক্ষণ ও ইলিশ গবেষণায় অবদানের জন্য ইনস্টিটিউট একুশে পদক-২০২০ অর্জন করেছে; এবং
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণা করা হয়েছে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি:

- ১৯৭৩ সালে রাশিয়ান কারিগরি সহযোগিতায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়;
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণসহ নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরির বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;
- মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রি-সী ট্রেনিং কোর্সসহ বিএসসি (অনার্স) ইন নটিক্যাল স্টাডিজ, বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ বিষয়ে ডিগ্রী প্রদান করে থাকে;
- নারী শিক্ষার উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি শুরু হয়; এবং
- সম্প্রতি মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একটি মেরিটাইম প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌপরবিহন অধিদপ্তর হতে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রী প্রদান করছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট:

- ১৯৮৬ সালে এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে;
- দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা এ প্রতিষ্ঠানের কাজ;
- জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত ৯০টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;
- খামারী পর্যায়ে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ হচ্ছে- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি, 'শুভ্রা ও স্বর্ণা জাতের ডিমপাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন, মাল্টি কালার টেবিবিল চিকেন (এমসিটিসি) মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন, লবণসহিষ্ণু ফডার জাত উদ্ভাবন, ক্ষুরা এবং পিপিআর রোগ দমন মডেল, ক্ষুরা রোগের ত্রিযোজী ভ্যাকসিন, তাপসহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি, ফিড মাস্টার মোবাইল এপ্লিকেশন, গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন পদ্ধতি, উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন (নেপিয়ার ১, ২, ৩ ও ৪), মিল্ক রিপ্লেসার ও স্টার্টার খাদ্য, মিনামিক্স এবং টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) প্রযুক্তি

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল:

- ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরীতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিসি মানদন্ড চালু করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়
- পেশাজীবীদের প্রত্যেককে "প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড" বা পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়
- ভেটেরিনারি শিক্ষা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমেরিকার টাফ্‌ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে Letter of Agreement (LOA) স্বাক্ষর করা হয়েছে

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও প্রচার ইউনিট হিসেবে কাজ করে থাকে
- বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ
- পুস্তক/পুস্তিকা মুদ্রণ ও বিতরণ
- টিভি ফিলার/টিভি টেলপ/টিভিসি নির্মাণ
- ডকু ড্রামা/প্রামাণ্য চিত্র /ভিডিও ক্লিপ নির্মাণ
- টক শো আয়োজন

উল্লেখযোগ্য আইন বিধি ও নীতিমালা:

- মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০
- মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১
- মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১
- জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪

- মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১৮
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯
- প্রাণি কল্যান আইন, ২০১৯
- মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রন আইন ২০২০
- সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০

মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জ:

- অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা
- চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করা
- প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন
- বিদেশ থেকে মাংস আমদানীর বিরুপ প্রভাব
- যথেচ্ছভাবে মৎস্য ও প্রাণিখাদ্যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার
- যথেচ্ছভাবে মা মাছ নিধন
- কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষা ও উন্নয়ন
- ব্লু-ইকনোমির আওতায় গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বিনিয়োগের অভাব
- বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অপর্যাপ্ত ব্যবহার
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যৌক্তিকমূল্যে মানসম্পন্ন খাদ্য ও বীজ সরবরাহ
- মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদের অপর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা
- নিম্নমানের গুড়া দুধ আমদানি
- পর্যাপ্ত ভ্যাকসিনের অভাব
- জুনোটিক ও আন্ত:সীমান্তীয় রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা
- সেক্টরভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা
- নিরাপদ মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহ নিশ্চিত করা
- চাহিদাভিত্তিক গবেষণা ও অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ
- এপিএ, জিআরএস এবং আরটিআই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়:

- আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ
- ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা
- প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সারা বছর প্রশিক্ষণ আয়োজনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা
- হাওর এলাকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়নে কর্মকান্ড গ্রহণ
- যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা
- নিরাপদ মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- বিভিন্ন গণমুখী কর্মকান্ডে আগ্রহের সাথে কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

- জাতীয় মৎস্য ও চিংড়ি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং বাজার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি
- মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে জেলেদের সংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ
- নিম্নমানের গুড়া দুধ আমদানি নিষিদ্ধের লক্ষ্যে বাণিজ্য নীতিতে নির্দেশনা সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ
- ভ্যাকসিন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ সৃষ্টি করা
- সৃষ্ট কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা
- চাহিদাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

করোনা সংকট মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম প্রধান প্রাণিজ আমিষ (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিপণন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় করোনা পরিস্থিতিতে সরকারি সাধারণ ছুটির মধ্যেও সকল কর্মকর্তা কর্মচারির কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়
- করোনা ভাইরাস সংক্রমনজনিত কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সংশিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা চিহ্নিত করে করণীয় এবং উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করা হয়
- সরকারি গবাদিপশু, পোল্ট্রি, মাছের খামার এবং হ্যাচারীতে উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়
- মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ পোল্ট্রি, পশু ও মৎস্য খাদ্য/ বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদন, পরিবহণ এবং বিপণনে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কন্ট্রোল রুম চালু করে বিভিন্ন বয়সী হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাছের পোনা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, প্রাণিজাতপণ্য, পোল্ট্রি/পশু/মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণি চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ, টিকা, সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং বিপণন চালু রাখা হয়েছে
- মৎস্য, ডেইরি এবং পোল্ট্রি খাতের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য মিডিয়াতে প্রাণিজ বিভিন্ন উপজাত গ্রহণের উপকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারসহ বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতায় সকল গ্রাহকের নিকট "নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই" শীর্ষক SMS প্রেরণ করা হয়।
- দেশের বাজার সংকুচিত হওয়ায় ক্ষতি পোষানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত মাছ ও মাংস সংযুক্ত আরব আমিরাতে রপ্তানির লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।
- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত বিরাজমান পরিস্থিতিতে সংকট উত্তরণে FAO এর আগ্রহের ভিত্তিতে একটি প্রকল্প প্রস্তাব FAO এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি বরাবর প্রেরণ করা হয়।
- সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় ৫০০০ কোটি টাকার পূন:অর্থায়ন স্কীমের অধীনে স্বল্প সুদে ব্যাংক হতে প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য এ সেক্টরের সকলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারির একদিনের বেতন এবং ক্ষেত্র বিশেষ বৈশাখী ভাতার পুরো অংশ হিসেবে মোট ১,১১,৩৫,০০০/- টাকার চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে।

- করোনা রোগীদের চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত ডাক্তার/নার্সদের ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে প্রায় ১২৫০০ টি পিপিই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে গত ২৬ মার্চ, ২০২০ তারিখ সরবরাহ প্রদান করা হয়।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষিখাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কৃষি ঋণ কমিটিকে সম্পৃক্ত করে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রান্তিক পর্যায়ের চাষি, খামারি এবং উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত মাছ, দুধ, ডিম এবং পোল্ট্রি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, উদ্যোক্তা ও খামারিগণের সহযোগিতায় বাজারজাতকরণের জন্য সারাদেশে ভ্রাম্যমান এবং অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৭২৩৭.১৭ কোটি টাকার মাছ, দুধ, ডিম, মাংস এবং পোল্ট্রি ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্রর মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে (কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে)।
- বিগত মার্চ, ২০২০ হতে অক্টোবর, ২০২০ মেয়াদে মৎস্য ও প্রানিসম্পদ খাতে ২,৭৩১,২৮১ জন সুফলভোগীকে ৫১,৬৪১.৯০ লক্ষ টাকার উপকরণ (দানাদার খাদ্য, টিকা, ঔষধ, কৃমিনাশক, সার, উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং, গরু/মুরগীর বাচ্চা, শেড নির্মান, মাছের পোনা, মাছের রেনু, গলদা পিএল, মাছের পিলেট খাদ্য, খৈল, চুন, সার, ভিজিএফ (চাল), নগদ সহায়তা) সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ।
- কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চলমান এলডিডিপি প্রকল্প হতে সারাদেশে ৩৩৩০৬৪ জন ডেইরী খামারী ১২৪৩৯৬ জন পোল্ট্রি খামারীকে উপকরণ এবং নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ ১৫০০টি মিল্ক ক্রীম সেপারেটর এবং ৫৩০ টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে টিকা সংরক্ষণের জন্য ফ্রীজ সরবরাহে ৬৭৫.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় মৎস্য খামারীদের মৎস্যচাষ খাতে ক্ষতি নিরসন এবং উত্তরণে ১৪.৪৪ কোটি টাকা মৎস্য ও পোনা পরিবহন সহায়তা, ১০০.০০ কোটি টাকা মৎস্য খাদ্য ও পোনা সংগ্রহে সরাসরি নগদ সহায়তা এবং ব্যবস্থাপনা বাবদ ০.০৬ কোটি টাকার (সর্বমোট ১১৪.৫০ কোটি টাকা) সংস্থান রাখা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ট্রি ব্রিডার ও হ্যাচারি খাতকে চলমান ২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে "কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত খাত" হিসেবে ঘোষণার নিমিত্ত চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।
- দেশীয় পোল্ট্রি শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে চারটি (৪) এইচএস কোডের আওতায় হিমায়িত ব্রয়লার মুরগির মাংস আমদানিতে প্রস্তাবিত কর ও শুল্ক আরোপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গবেষণাগারে ০১ মার্চ ২০২০ থেকে ১১ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২৬,৬৯১ টি কোভিড-১৯ এর নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়